180122 - অসুস্থ ব্যক্তি কি তায়াম্মুম করতে পারবে কিংবা দু'য়রে অধকি নামায একত্রে আদায় করতে পারবে কিংবা নাপাক ডায়াপার নয়িে নামায পড়তে পারবে?

প্রশ্ন

এক ব্যক্তি শারীরকিভাবে অক্ষম; নড়াচড়া করতে পারে না। তার বোন ছাড়া তাকে দখোশুনা করার আর কউে নইে। তার বোন তাকে পায়খানা-পশোব করান এবং যতদূর সম্ভব তার লজ্জাস্থান থকেে দৃষ্টি এড়য়িে রাখনে। আলহামদু লল্লিাহ্; সে ব্যক্তি নামায আদায় করে। তার বোন তনিবার তার Diaper পরবির্তন করে দয়ে। কন্তিু, এতে অসুস্থ ব্যক্তরি ও তার বোনরে খুব কষ্ট হয়। সে ব্যক্তি Incontinence (নয়িন্ত্রণহীন মুত্রত্যাগ) রোগে আক্রান্ত (আল্লাহ্ আপনাদরে সম্মানতি করুন)। তনিি ফজররে নামায পড়নে (ঠকি সময়ে পড়নে)। যোহর ও আসর একত্রে পড়নে। মাগরবি ও এশা একত্রে পড়নে। এ বোন তার ভাইকে পরষ্কিার করা ও পবত্রিতা করা সম্পর্কে জানতে চান? এবং তার ভাই কি এর চয়েে বশেি ওয়াক্তরে নামায একত্রে আদায় করার রুখসত (ছাড়) আছে? কনেনা শৌচকর্ম ও ওযু করতে তার ভাইয়রেও কষ্ট হয় এবং তারও কষ্ট হয়। তার জন্যে কি তায়াম্মুম করা জায়যে হবে? কংিবা Diaper না খুলে নামায পড়া কি জায়যে হবে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

মূল বধিান হচ্ছে—একজন পুরুষরে লজ্জাস্থান তার মা বা বোন কউেই দখো জায়যে নয়। দললি হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: "তুমি তোমার লজ্জাস্থানকে হফোযতে রাখ (সবার কাছ থকেে); শুধু তোমার স্ত্রী ও তোমার দক্ষণিহস্ত যার মালকি (দাসী) সে ছাড়া"।[সুনানে আবু দাউদ (৪০১৭), সুনানে তরিমযিি (২৭৯৪), তরিমযিি বলনে: হাদসিটি হাসান। শাইখ আলবানীও 'সহহিুত তরিমযিি' গ্রন্থে হাদসিটকিে হাসান বলছেনে]

তবে, বোনরে জন্য তার ভাইকে পরষ্কিার করা জায়যে হবে; যদি ভাই নজিে নজিকেে পরষ্কিার করতে অক্ষম হয় এবং তার স্ত্রী না থাকে; যনিি তার সবো করবনে ও তাকে পরষ্কিার করে দবিনে এবং তার খদেমত করার জন্য পুরুষ কউে না থাকে। কনেনা জরুরী পরস্থিতিতিে ও তীব্র প্রয়োজনরে ক্ষত্রেে লজ্জাস্থান অনাবৃত করা ও স্পর্শ করা জায়যে আছে। তবে, যে যে অবস্থায় লজ্জাস্থানরে দকিে না তাকয়িে ও হাত দয়িে স্পর্শ না করে করা সম্ভবপর সে সে ক্ষত্রেে সভোবে করাটা তার উপর ওয়াজবি। আর উত্তম হচ্ছে—কোন একটি আচ্ছাদন ব্যবহার করে কাজটি করা; যমেন- কোন ন্যাকড়া বা মোজা বা এ

জাতীয় অন্য কিছু।

দুই:

নামাযের মূল বিধান হচ্ছে— সক্ষমতা অনুযায়ী নামায এর নির্দিষ্ট ওয়াক্তে আদায় করা। দলিল হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাণী: “নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করা মুমিনদের ওপর ফরয”।[সূরা নিসা, আয়াত: ১০৩] কিছু কিছু অবস্থায় যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও এশার নামায অগ্রিম একত্রে কিংবা বিলম্বে একত্রে আদায় করা জায়েয আছে; যেমন- সফর অবস্থায়, রোগের কারণে ও এ জাতীয় অন্য কোন কারণে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) "মাজমুউল ফাতাওয়া" গ্রন্থে (২২/২৯৩) বলেন: "নামায একত্রে আদায় করার কারণ হচ্ছে— প্রয়োজন ও ওজর। যদি একত্রে নামায আদায় করার প্রয়োজন হয় তাহলে সফর সংক্ষিপ্ত হোক কিংবা দীর্ঘ হোক নামায একত্রিত করতে পারবে। অনুরূপভাবে বৃষ্টি ও এ ধরণের কোন কারণেও একত্রিত করতে পারবে। রোগ ও এ ধরণের কোন কারণেও একত্রিত করতে পারবে। এছাড়াও অন্যান্য কারণে নামায একত্রিত করতে পারবে। উদ্দেশ্য হচ্ছে- উম্মতের উপর থেকে কাঠিন্য দূর করা।"[সমাপ্ত]

আরও জানতে 97844 নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।

শরিয়তে দুই ওয়াক্তের চেয়ে বেশি নামায একত্রিত করার রুখসত (ছাড়) আসেনি। অসুস্থ ব্যক্তির জন্য কোন নামায নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত অন্য সময়ে আদায় করা জায়েয নয়; তবে শরিয়ত অনুমোদিত একত্রিতকরণের অবস্থা ছাড়া। এ কারণে দুই ওয়াক্তের চেয়ে বেশি নামায একত্রে আদায় করা জায়েয নয়। কেননা শরিয়তে এমন কোন বিধান নাই।

স্থায়ী কমিটির আলেমগণকে জিজ্ঞেস করা হয়: এমন এক রোগীনি সম্পর্কে যিনি তার রোগের কারণে এবং এক হাসপাতাল থেকে অপর হাসপাতালে স্থানান্তরিত হওয়ার কারণে সময়মত নামায পড়তে পারেন না; জবাবে তারা বলেন: "নামায নির্ধারিত সময়ের পরে পড়া জায়েয নয়। আপনার উচিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপনার সাধ্যানুযায়ী নামায পড়ে নেয়া। দলিল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "তুমি দাঁড়িয়ে নামায আদায় কর, যদি তা না পার তাহলে বসে বসে আদায় কর, যদি সেটাও না পার তাহলে কাত হয়ে শুয়ে আদায় কর। যদি সেটাও না পার তাহলে চিৎ হয়ে শুয়ে নামায আদায় কর।" রোগীর জন্য যোহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করা জায়েয; দুই ওয়াক্তের কোন এক ওয়াক্তে। এবং মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করা জায়েয; দুই ওয়াক্তের কোন এক ওয়াক্তে।"[ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ-দায়িমা (৮/৮৩) থেকে সমাপ্ত]

তিন:

পানি থাকা ও পানি ব্যবহারের সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম করা জায়েয নয়। কিন্তু, রোগী যদি নিজে পানি ব্যবহার করতে না পারেন কিংবা পানি ব্যবহার করলে ক্ষতির আশংকা করেন কিংবা পানি ব্যবহার করতে গিয়ে তার তীব্র কষ্ট হয়;

সক্ষেত্রে তার জন্য তায়াম্মুম করা জায়যে হবে।

আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "আর যদি তোমরা অসুস্থ হও কংিবা সফরে থাক অথবা তোমাদরে কউে পায়খানা থকেে (মলমুত্র ত্যাগ করে) আসে কংিবা তোমরা নারী-সম্ভোগ কর এবং (গোসল করার জন্য) পানি না পাও তাহলে পবত্রি মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে এবং (যথারীতি) মুখমণ্ডল ও হাত মুছে নবে। আল্লাহ্ তো মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।"[সূরা নসিা, আয়াত: ৪৩]

কাযী ইবনুল আরাবী তাঁর "আহকামুল কুরআন"এ (১/৫৬০) বলনে:

"রোগ মানে হচ্ছে—শরীর তার সুষম ও স্বাভাবকি অবস্থা থকেে বক্র ও অস্বাভাবকি অবস্থায় পরবির্ততি হওয়া। এটি দুই ধরণরে হতে পার: সামান্য ও অধকি। হতে পারে রোগী পানি ব্যবহার করতে ভয় পাচ্ছে। হতে পারে রোগীকে পানি তুলে দয়োর মত কউে নইে এবং রোগী নজিওে পানি উঠাতে সক্ষম নয়। আয়াতরে শর্তহীন ভাষা প্রত্যকে এমন রোগীকে পানি ব্যবহাররে বধৈতা দচ্ছি, যনিি পানি ব্যবহারে ভয় পাচ্ছনে ও কষ্ট পাচ্ছনে।"[সমাপ্ত]

ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিকিে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি: "আমি বছিানায় শয্যাশায়ী। নড়াচড়া করার মত শক্তি রাখি না। এমতাবস্থায় আমি নামাযরে জন্য কভিাবে পবত্রিতা অর্জন করতে পারি ও নামায পড়তে পার? জবাবে তাঁরা বলনে: এক: মুসলমিরে উপর পানি দয়িে পবত্রিতা অর্জন করা ওয়াজবি। যদি কোন রোগরে কারণে কংিবা অন্য কোন কারণে পানি ব্যবহার করতে অক্ষম হয় তাহলে পবত্রি মাটি দয়িে তায়াম্মুম করবে। যদি তায়াম্মুমও করতে না পারে তাহালে তার উপর থকেে পবত্রিতার বধিান মওকুফ হয়ে যাবে এবং সে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় নামায পড়বে। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "তোমরা সাধ্যমত আল্লাহ্কে ভয় কর"। আল্লাহ্ তাআলা আরও বলনে: "তবে দ্বীনরে ব্যাপারে তোমাদরে ওপর কোন কষ্ট চাপয়িে দনেনি।"[সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৭৮] পক্ষান্তরে, পশোব ও পায়খানার যা কছিু বরে হয় সটো পাথর দয়িে কংিবা পবত্রি টস্যিুপপোর দয়িে পরষ্কিার করাই যথষ্টে। এগুলো দয়িে ময়লা বরে হওয়ার স্থানটি তনি বা ততোধকিবার পরষ্কিার করবে; যাতে করে স্থানটি নর্মিল হয়ে যায়।"[ফাতাওয়াল লাজনাদ্ দায়মিা (৫/৩৪৬)]

চার:

কোন রোগীর জন্য নাপাকি বহনকারী Diaper নয়িে নামায আদায় করা জায়যে নয়। এর বদলে সে ব্যক্তি তার নকিটে কোন পাত্র রাখতে পারনে; যাতে তনিি তার প্রয়োজন সারবনে এবং ঢলিা, টস্যিু বা এ জাতীয় অন্য কছিু ব্যবহার করে তনিি শৌচকর্ম করবনে।

যদি তার জন্য Diaper ব্যবহার করা সহজতর হয়; সে ক্ষত্রেে তার উপর ওয়াজবি হল— Diaper-এ নাপাকি থাকলে নামাযরে পূর্বে সটো খুলে ফলো ও অন্যটি পরা। অনুরূপভাবে তাকে নাপাকি থকেে শৌচকর্মও করতে হবে। আর যদি তনিি পশোব-ঝরা রোগে আক্রান্ত হন তাহলে তার উপর ওয়াজবি হল নাপাকি বরে হওয়ার স্থানটি ধৌত করা। এরপর তনিি এমন কছিু পরধিান

করবনে যাতে করে পশোব না ছড়ায় এবং নামাযরে ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর ওযু করবনে; যদি কোন কছিু বরে হয়ে থাকে। প্রত্যকে নামাযরে জন্য তাকে পশোব বরে হওয়ার স্থানটি বা পট্টটিি ধৌত করতে হবে না। যদি তনিি পশোবকে সংরক্ষণ করার ক্ষত্রেে কসুর করনে তাহলে ভন্নি কথা।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।